ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
2009

Articles

The Role of Election Commission in Strengthening Democracy: Reforms and Constitutional Obligation

Justice under Judicial Review Power of the Court: A Comparative Study on Selected Countries

Different Provisions Relating to Aboriginal People's of the Sub-Continental Constitutional Laws: A Study

Parliamentary Election 1991 under First Caretaker Government: An Evaluation

The Unholy Delay of the Last Caretaker Government: Bangladesh is on the Verge of a Constitutional Crisis

Jurisdiction of the Supreme Court of Bangladesh in Terms of Writ: An Appraisal

Right against Trafficking of Women under the Constitution of Bangladesh

বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দেশিত ভাষা এবং উচ্চতর আদালতে এর ব্যবহার ঃ একটি আইনগত পর্যালোচনা

বাংলাদেশ সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় ও প্রভাব ঃ সংবাদপত্রের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 06 2009

Published by
Dean
Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi-6205
Bangladesh

Faculty of Law
University of Rajshahi

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2009

Editorial Board

Editor	**Dr. Begum Asma Siddiqua** Professor, Department of Law & Justice
Member	**Dr. M Habibur Rahman** Professor, Department of Law & Justice
	Dr. Muhammad Faiz-Ud-Din Professor, Department of Law & Justice
	Dr. Mohammad Abdul Hannan Associate Professor, Department of Law & Justice
	Dr. Sayeeda Anju Assistant Professor, Department of Law & Justice
	Mr. M Sahal Uddin Assistant Professor, Department of Law & Justice

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal
Faculty of Law
University of Rajshahi

Volume 06 2009

Published by
Dean
Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi-6205
Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by
Md. Ariful Islam
Text Dot Com (TDC)
Farmgate, Motihar, Rajshahi-6212
Cell: 01711-951377

Printed At
Limon Offset Printing Press & Publication
Kadirgonj, Rajshahi.

Subscription Rates
For Individuals: TK 100.00 US$ 20 (without postage)
For Organisation: TK 150.00 US$ 30 (without postage)

[Published in August 2010]

Rajshahi University Law Journal 2009

Authors' Name	Article	Page
M Abdul Alim	The Role of Election Commission in Strengthening Democracy: Reforms and Constitutional Obligation	1-12
M Abdul Awal Khan	Justice under Judicial Review Power of the Court: A Comparative Study on Selected Countries	13-24
Dr. M Ahsan Kabir	Different Provisions Relating to Aboriginal People's of the Sub-Continental Constitutional Laws: A Study	25-40
Dr. M Anisur Rahman	Parliamentary Election 1991 under First Caretaker Government: An Evaluation	41-58
M Sahal Uddin	The Unholy Delay of the Last Caretaker Government: Bangladesh is on the Verge of a Constitutional Crisis	59-68
Dr. Mohammad Abdul Hannan	Jurisdiction of the Supreme Court of Bangladesh in Terms of Writ: An Appraisal	69-108
Dr. Sayeeda Anju	Right against Trafficking of Women under the Constitution of Bangladesh	109-126
নাহিদ ফেরদৌসী	বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দেশিত ভাষা এবং উচ্চতর আদালতে এর ব্যবহার: একটি আইনগত পর্যালোচনা	127-144
মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া	বাংলাদেশ সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় ও প্রভাব ঃ সংবাদপত্রের আলোকে একটি বিশ্লেষণ	145-178

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দেশিত ভাষা এবং উচ্চতর আদালতে এর ব্যবহার: একটি আইনগত পর্যালোচনা

নাহিদ ফেরদৌসী*

Abstract

Constitution regulates the administration of the State. It is as the solemn expression of the will of the people and the supreme law of the Republic. Article 3 of the Constitution of Bangladesh affirms the standing of Bengali language as the State of the Republic. Moreover, Bangla Bhasha Procholon Ain (Bengali Language Implementation Act) was made in 1987 for ensuring compulsory use of Bengali in courts and offices of Bangladesh. Though the provisions for the use of Bengali language in all stages of the country are declared by the Constitution but English is still used in the Higher Courts of Bangladesh. Every people in our country speak in Bengali and most of them do not understand English properly. So, delivering of judgments in English of the Higher Courts create various problems for them especially for poor and illiterate people. Language of courts should follow the language of the Republic according to the Constitution. An attempt has been made in this article to legal analysis of the status and the enforceability of the constitutional instructions in the Higher Courts in Bangladesh.

ভূমিকা

প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি সংবিধান থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ নিয়ে সংবিধান রচিত হয়। এটি লিখিত, অলিখিত বা আংশিকভাবে লিখিত হতে পারে। সংবিধান যে-কোন দেশের সর্বোচ্চ আইন। এর ভিত্তিতে রাষ্ট্রকর্মে জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানও প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং বাংলা ভাষায় রচিত পৃথিবীর একমাত্র সংবিধান। ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'বাংলা' একমাত্র রাষ্ট্র ভাষারূপে নির্দেশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'।[১] কিন্তু ১৯৭২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছাব্বিশ বছর স্বাধীন বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহারের নজির দেখা যায়না। উচ্চ আদালতে মামলার কার্যাবলী

---

* সহকারী অধ্যাপক (আইন), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

১ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২*, অনুচ্ছেদ ৩।

Scanned with CamScanner

পরিচালনা ও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়।[২] তবে নব্বই এর দশকে উচ্চ আদালতের কতিপয় বিচারপতি বাংলায় রায় লেখার উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যকর করেছিলেন। যা পরবর্তীতে আর অনুসৃত হয়নি। রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সচিবালয়সহ শাসন বিভাগের সব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রচলিত আছে, আইন বিভাগে জাতীয় সংসদের অধিবেশনসহ সকল কার্যক্রম বাংলা ভাষাতে চলছে। অথচ সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের আদালতে সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষার প্রচলন নেই। নিম্ন আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার থাকলেও উচ্চ আদালতে আজ পর্যন্ত এর ব্যবহার পুরোপুরি সম্ভবপর হয়নি। পাকিস্তান আমলে প্রণীত হাইকোর্ট বিধিমালা, ১৯৫৮ উচ্চ আদালতে এখনও প্রচলিত আছে এবং সে বিধিমালার ২য় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১ বিধিতে হাইকোর্ট বিভাগে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের যে বিধান করা হয়েছিল তাও অব্যাহত আছে। কিন্তু এ বিধিমালা হাইকোর্ট বিভাগে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের কোনো ভিত্তি হতে পারে না।[৩] কারণ এটি বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ আইন বা বিধান কার্যকর থাকতে পারে না।[৪] আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এটি আমাদের দেশের দ্বিতীয় ভাষা। এটি কখনও প্রথম ভাষার স্থান বা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে না।[৫] আর্ন্তজাতিক বা জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষার দক্ষতা থাকতে হবে কিন্তু তা কখনই বাংলা ভাষার বিনিময়ে নয়। এমনকি অন্যান্য দেশের উচ্চ আদালতের প্রাসঙ্গিক নজির বা দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে বিবেচনার দাবি রাখে। কিন্তু সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় এমন ভাষা কখনও দেশে সুবিচার আনতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না মাতৃভাষার চর্চা, ব্যবহার ও প্রয়োগ না করা হবে।[৬] বাংলা কেবল আমাদের মাতৃভাষা নয়, রাষ্ট্রভাষাও, সর্বস্তরে এর প্রচলনে সকল নাগরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ।[৭] এছাড়া আমাদের দেশের বেশি ভাগ মানুষ স্বল্পশিক্ষিত ও দরিদ্র। জীবনের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা তারা পূরণ করতে

---

২ চৌধুরী মুনীর উদ্দিন মাহফুজ, "উচ্চ আদালতে শুধুই বাংলা ব্যবহার: আবার কি শহীদ হতে হবে?", *ঢাকা ল রিপোর্টস (ডিএলআর) জার্নাল*, *ভলিয়ম-৫৮*, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ১৮।

৩ কাজী এবাদুল হক, "উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহারে বাধা কোথায়?", *দৈনিক প্রথম আলো*, *২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।*

৪ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ৭।

৫ আনিসুজ্জামান, "বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ষড়বিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৪১৫/ জুন ২০০৮, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১।

৬ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "বাংলায় সংবিধান", *মানববিদ্যা বক্তৃতা*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৩৭।

৭ আনু মাহমুদ, "*একুশে ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রীয় থেকে বিশ্বময়*", (ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ২০০১), পৃ. ৪১৩।

Scanned with CamScanner

পারে না। তাদের আশা ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে আদালত। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যারা প্রকৃত ও প্রান্তিক বিচারপ্রার্থী তারা সকলেই বাংলা ভাষাভাষী। অনেক সময় উচ্চ আদালত কর্তৃক ইংরেজি রায়ের মর্ম উপলব্ধি করতে তারা অর্থ ব্যয় করে থাকেন এবং হয়রানি ও প্রতারনারও শিকার হন। এভাবে বেশিরভাগ বিচারপ্রার্থী যদি তাদের মামলার নথিপত্র ও রায় ইংরেজিতে লেখার কারণে বুঝতে না পারেন, তবে আইনের সেবামূলক দিকটাই একরকম অর্থহীন হয়ে পড়ে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।[৮] রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে বাংলা প্রয়োগ নাগরিকের একটি সাংবিধানিক অধিকার এবং এ অধিকার ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার সম্পূরক। ২০০৭ সালে বাংলাদেশে বিচার বিভাগ পৃথকীকরনের ফলে বৃটিশ আমল থেকে চলে আসা বিচার ব্যবস্থার অনেকটাই অবসান হয়েছে। কিন্তু আদালতের কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে সাংবিধানিক বিধান কার্যকর করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি।

বাংলা ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বিধান

এক নজরে বাংলাদেশের সংবিধানে ভাষা প্রসঙ্গটির চিত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	অনুচ্ছেদ	বিষয়বস্তু
প্রথম ভাগ	প্রজাতন্ত্র শিরোনামে	অনুচ্ছেদে ৩	'রাষ্ট্রভাষা'
দ্বিতীয় ভাগ	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	অনুচ্ছেদে ২৩	'জাতীয় সংস্কৃতি' উপশিরোনামের অধীনে 'জাতীয় ভাষা'
একাদশ ভাগ	বিবিধ	অনুচ্ছেদে ১৫৩	'প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ' উপশিরোনামের অধীনে 'বাংলা ও ইংরেজি পাঠ'
চতুর্থ তফসিল	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী শিরোনামে	[১৫০ অনুচ্ছেদ]-এর ৩ক অনুচ্ছেদের ৯ দফায়	'কতিপয় ফরমান বৈধকরণ ইত্যাদি' উপশিরোনামের অধীনের ৯ দফায় 'বাংলা ও ইংরেজি পাঠ'

[৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ২৭।

Scanned with CamScanner

এভাবে ভাষা প্রসঙ্গটি বাংলাদেশের সংবিধানে চারটি স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। [৯] এগুলোর মধ্যে চতুর্থ তফসিলে ৩ক অনুচ্ছেদের ৯ দফায় ভাষা প্রসঙ্গটি সংবিধান সংশোধনীর ফলে সংযোজিত হয়েছে। [১০]

সাংবিধানিক বিধানসমূহ

সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

"৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।"[১১]

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদটি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রচলনের নির্দেশ দিয়েছে। কারণ এতে 'দাপ্তরিক ভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা' ব্যবহার না করে 'রাষ্ট্র ভাষা' ব্যবহার করা হয়েছে। সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদকে কার্যকর করতে ৭ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে-

"৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" [১২]

সংবিধানের এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিধান। এই বিধানটি সন্নিবেশের ফলে সংবিধানই সংবিধানের প্রাধান্যের নিয়শ্চয়তা রক্ষা করেছে। যেহেতু সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, সেহেতু সংবিধানে যে ভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।[১৩]

বাংলা ভাষার এই নিয়শ্চয়তা কার্যকর করা হয়েছে ১৫৩ অনুচ্ছেদে। তাই বাংলদেশের সংবিধান বাংলা ভাষায় প্রণীত হলেও ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠেরও বিধান আছে। অবশ্য বাংলা ভাষায় রচিত পাঠটি থেকে ইংরেজি পাঠটি প্রাধান্য পায়নি। এ বিষয়ে ১৫৩(২) ও (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

---

৯ সাখাওয়াৎ আনসারী, "বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলা ভাষার মর্যাদা", *নিবন্ধমালা*, পঞ্চদশ খণ্ড, ২০০৯, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষনা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৩২।

১০ অনুচ্ছেদ ৩ক *The Second Proclamation (Fifteen Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978)* এবং 2nd Schedule বলে সন্নিবেশিত।

১১ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ৩।

১২ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ৭।

১৩ সাখাওয়াৎ আনসারী, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৩২।

Scanned with CamScanner

"১৫৩। (২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।" [১৪]

স্বাধীনতা পরবর্তী এই বিধানটি যথাযথ মর্যাদায় কার্যকরও হয়েছে উচ্চ আদালতে। সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ে সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী 'বাংলা পাঠ' প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন-

ওসমান গনি মন্ডল বনাম মাঈনুউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য মামলায় [১৫] তৎকালীন বাংলাদেশ হাইকোর্ট ও পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্ট রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সময়সীমা প্রসঙ্গে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সপ্তম অনুচ্ছেদ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ মন্তব্য করেনঃ

"Indeed, whatever ambiguity the English version may be said to contain there appears none in the Bengali version."

সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফা উল্লেখ করে আপিল বিভাগ রায় দেন সংবিধানের বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

অন্য একটি মামলা হলো *ফজলুল হক চৌধুরী বনাম গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ*।[১৬] এই মামলায় সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদের ২ দফায় বাংলা ও ইংরেজি পাঠে বিরোধের প্রশ্ন উঠে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে বরখাস্ত অপসারিত ও পদাবনমিত করার ক্ষেত্রে ১৩৫ অনুচ্ছেদের ২ দফায় উল্লেখ রয়েছে-

"অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তাঁর সম্পর্কে *প্রস্তাবিত ব্যবস্থা* গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দান না করা পর্যন্ত তাঁকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাবে না।"

---

[১৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ১৫৩(২) ও (৩)।

[১৫] *ঢাকা ল' রিপোর্টস* (আপিল বিভাগ) খণ্ড ২৭, ১৯৭৫, পৃ. ৬১। এবং মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "বাংলায় সংবিধান", *মানববিদ্যা বক্তৃতা*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৩৪।

[১৬] *ঢাকা ল' রিপোর্ট* (হাইকোর্ট বিভাগ) খণ্ড ৩০, ১৯৭৮, পৃ. ১৪৪। এবং মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "বাংলায় সংবিধান", মানববিদ্যা বক্তৃতা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষনা কেন্দ্র, ১৯৯৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৩৫।

Scanned with CamScanner

এই বিধানের ইংরেজি পাঠ হলো "No such person shall be dismissed or removed or reduced in rank until he has been given a reasonable opportunity of showing cause why *that action* should not be taken."

বাংলা পাঠে 'প্রস্তাবিত ব্যবস্থা' ইংরেজি পাঠে কেবল 'that action' কথা থাকায় বিরোধের প্রশ্ন উঠে। হাইকোর্ট বিভাগ মন্তব্য করেন, দুই পাঠে কোনো বিরোধ নেই। তবে যদি বিরোধ থাকে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

উল্লেখ্য, সাংবিধানিক বিধানাবলী পূর্ণরূপে কার্যকর করে বাংলাদেশের অফিস আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইনও প্রণয়ন করা হয়।[১৭] এই আইনের ৩ ধারায় আইনটির প্রবর্তন ও কার্যকরী ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"৩। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালতে, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিত হইবে।

(২) ৩ (১) উপ-ধারায় উল্লেখিত কোন কর্মস্থলে যদি কোন ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্যকোন ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি এই আইন অমান্য করেন তাহা হইলে উক্ত কার্যের জন্য তিনি সরকারি কর্মচারি শৃঙ্খলা ও আপিল বিধির অধীনে অসদাচারণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।"[১৮]

এছাড়া ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে,

"৪। সরকার সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।"[১৯]

---

১৭ *বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২ নং আইন)।*

১৮ *বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২ নং আইন)*, ধারা ৩।

১৯ *বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২ নং আইন)*, ধারা ৪।

Scanned with CamScanner

বস্তুত এ আইন পাস ও প্রচলনের পর আইন, অধ্যাদেশ, বিধি ও প্রজ্ঞাপন প্রভৃতিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবে উচ্চ আদালতে আরজি, জবাব, দরখাস্ত ইত্যাদিতে ইংরেজির ব্যবহার বহাল রয়েছে। এই আইনে "অন্য আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর হবে" এমন নির্দেশনা না থাকায় আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতাও সৃষ্টি হয়নি।

এছাড়া দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ও ১৩৮ ধারা এবং অষ্টাদশ আদেশের ৫ থেকে ৯ বিধিসমূহে অধস্তন আদালতের ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে। দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারায় অধস্তন আদালতের ভাষা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, "যে পর্যন্ত সরকার অন্য কোন নির্দেশ প্রদান না করেন সে পর্যন্ত হাইকোর্টের অধীনস্থ যে আদালতে আদালতের ভাষা হিসেবে যে ভাষা প্রচলিত আছে সেই আদালতে সেই ভাষাই প্রচলিত থাকিবে।" [২০]

দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৮ ধারায় সাক্ষ্য ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা বিষয়ে বলা হয়েছে, "হাইকোর্ট বিভাগ সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট বিচারককে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যে, যে সকল মামলার আপিল চলে, সে ক্ষেত্রে সাক্ষীর সাক্ষ্য ইংরেজি ভাষায় ও নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কোন বিচারক যদি উপযুক্ত কারণে উক্ত নির্দেশ পালন করিতে বাধাপ্রাপ্ত হন, তবে তিনি সেই কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করাইবেন"। [২১]

এই কার্যবিধির অষ্টাদশ আদেশের ৫ থেকে ৯ বিধিসমূহেও অধস্তন আদালতের ভাষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এই আদেশের ৫ বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে "আপিলযোগ্য মামলার প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দি বিচারক কর্তৃক অথবা তাঁহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আদালতের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং তাহা প্রশ্নোত্তরের আকারে না করিয়া বিবৃতির আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কোন সাক্ষীর জবানবন্দি সমাপ্ত হইলে তাহা বিচারক ও সাক্ষী সমক্ষে পাঠ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে বিচারকও সংশোধন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন।" বিধি ৬-এ বলা হয়েছে যে, "যেই ক্ষেত্রে সাক্ষীর জবানবন্দি তাহার ব্যবহৃত ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যেই ভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করা হয় তাহা যদি সাক্ষীর বোধগম্য না হয়, তবে লিপিবদ্ধ জবানবন্দি সাক্ষীর ব্যবহৃত ভাষায় তরজমা করিয়া শুনাইতে হইবে।" ৭ বিধি মোতাবেক "১৩৮ ধারা অনুসারে গৃহীত সাক্ষ্য ৫ নিয়মে বর্ণিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং পাঠ করিয়া শুনাইবার পর স্বাক্ষর করিতে হইবে। প্রয়োজন

---

২০ *দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন)*, ধারা ১৩৭।

২১ *দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন)*, ধারা ১৩৮।

Scanned with CamScanner

হইলে ৫ নিয়ম অনুসারে গৃহীত সাক্ষ্যের ন্যায়ই উহার তরজমা ও সংশোধন করিতে হইবে।" এছাড়া বিধি ৮ অনুযায়ী "যেই ক্ষেত্রে বিচারক কর্তৃক সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ হইবে না, সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণকালে তিনি অবশ্যই জবানবন্দির একটি সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত সারমর্মে তিনি স্বাক্ষর করিলে উহা নথিপত্রের অংশরূপে রক্ষিত হইবে।" ৯ বিধিতে বলা হয়েছে "যেই ক্ষেত্রে আদালতের ভাষা ইংরেজি নহে, অথচ সাক্ষীর ইংরেজি জবানবন্দি ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ হইলে আদালত উপস্থিত পক্ষগণের, অথবা যেই পক্ষ স্বয়ং উপস্থিত হয় নাই, সেই পক্ষের উকিলের আপত্তি নাই, সেই ক্ষেত্রে বিচারককে উক্ত জবানবন্দি ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।"

অন্যদিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ২২১ (৬), ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬০(৩), ৩৬১(১), ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৭২ এবং ৫৫৮ ধারাসমূহেও আদালতে অভিযোগ, আসামির জবানবন্দি, সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ, তদন্ত ইত্যাদির ভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ কার্যবিধির ২২১(৬) ধারায় অভিযোগের ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "অভিযোগ ইংরেজিতে অথবা আদালতের ভাষায় লেখা হবে।" [২২] ৩৫৬ ধারায় বলা হয়েছে "তদন্তের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজ প্রত্যেকটি সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় নিজে লিখিয়া নিবেন। সাক্ষীর সাক্ষ্য ইংরেজি ভাষায় দেওয়া হলে ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজ তা নিজ হাতে উক্ত ভাষায় লিখে নিবেন এবং আসামি ইংরেজি ভাষা না জানিলে বা আদালতের ভাষা ইংরেজি না হইলে আদালতের ভাষায় উক্ত সাক্ষ্যের একটি অনুমোদিত অনুবাদ নথির অংশরূপে গণ্য হইবে।"[২৩] ৩৫৭ ধারা অনুযায়ী "ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজ জবানবন্দি ইংরেজি বা আদালতের ভাষায় লিপিবদ্ধ করার জন্য সরকার নির্দেশ দিতে পারে।"[২৪] এ কার্যবিধির ৩৬০(৩) ধারায় বলা হয়েছে "সাক্ষী যে ভাষায় সাক্ষ্য দিয়েছে, তাহা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হইলে এবং সাক্ষী তাহা বুঝাইতে না পারিলে, সেইক্ষেত্রে যে ভাষায় সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে সেই ভাষায় বা যেই ভাষা সে বুঝিতে পারিবে সেই ভাষায় বুঝাইয়া দিতে হইবে।"[২৫] ৩৭১ ধারায় বলা হয়েছে "আসামি আবেদন করিলে রায়ের একটি নকল তাহার নিজের ভাষায় বা আদালতের ভাষার একটি অনুবাদ তাহাকে দিতে হইবে।"[২৬] ৩৭২ ধারা মোতাবেক "মামলার মূল রায় আদালতের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইলে তাহা আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া সংযুক্ত করিতে

---

২২ *ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন)*, ধারা ২২১(৬)।

২৩ *ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন)*, ধারা ৩৫৬।

২৪ *ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন)*, ধারা ৩৫৭।

২৫ *ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন)*, ধারা ৩৬০(৩)।

২৬ *ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন)*, ধারা ৩৭১।

Scanned with CamScanner

হইবে।"[২৭] ৫৫৮ ধারা মতে "হাইকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালতের ভাষা কী হইবে তাহা সরকার নির্ধারণ করিতে পারিবেন।[২৮]

এ থেকে বোঝা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই আইন-আদালতের ভাষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। সেসময় ফার্সি ভাষা উঠিয়ে ইংরেজির প্রবর্তন হলেও নিম্ন আদালতে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার অব্যাহত থাকে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধিতে আদালতের ভাষার ব্যবহার স্বীকৃত হয়। অধস্তন ফৌজদারি আদালতের ব্যবহার্য ভাষা নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়।[২৯]

উল্লিখিত ধারাসমূহ থেকে বোঝা যায়, তৎকালীন সময়ে ইংরেজির পাশাপাশি ফার্সি বা বাংলা ভাষাও প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে 'আদালতের ভাষা' হিসেবে নির্দিষ্টভাবে 'ইংরেজি ভাষা'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে 'আদালতের ভাষা' বলতে ফার্সি না বাংলা কোন্ ভাষা ব্যবহার হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। এমনকি আইনটির কোথাও বাংলা ভাষার কথা বলা হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে এই ধারাটির প্রেক্ষাপট অবশ্যই ভিন্ন। দেশে এখন বাংলা ও ইংরেজি এ দুটি ভাষা প্রচলিত। তাই বর্তমান সময়ে আদালতের ভাষা বলতে বাংলা ভাষা ধরে নেয়া যেতে পারে।

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বাস্তবতা

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা ও গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে সংবিধান মোতাবেক বাংলা ভাষা প্রয়োগের নজির দেখা যায় না। এমনকি সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন রায়ে 'বাংলা পাঠে'র প্রাধান্য দিলেও আপিল বিভাগে এ পর্যন্ত বাংলা ভাষার ব্যবহার হয়নি। তবে হাইকোর্ট বিভাগে বেশ কিছু মামলার রায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আইনজীবীদের মধ্যে অ্যাডভোকেট সামছুদ্দিন ও ভাষা সৈনিক গাজীউল হক সকল আদালতে বাংলা ব্যবহার শুরু করেছিলেন। বিচারপতিদের মধ্যে একমাত্র প্রয়াত বিচারপতি আমীরুল ইসলাম চৌধুরী বাংলা ভাষায় আদেশদান ও রায় লেখা শুরু করেছিলেন। তবে রায়গুলো নজির সৃষ্টিকারী না হওয়ায় তা কখনও আইন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়নি।[৩০] ১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক একটি দ্বৈত বেঞ্চে বাংলায় রায় প্রদান করেছিলেন। *নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র* নামক ফৌজদারি রিভিশন মামলায় বাংলায় এই রায় প্রদান করা হয়। এটি

---

২৭ *ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন)*, ধারা ৩৭২।

২৮ *ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন)*, ধারা ৫৫৮।

২৯ কাজী এবাদুল হক *"বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন"*, পৃ. ৩২৪।

৩০ কাজী এবাদুল হক, "উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহারে বাধা কোথায়?", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।

Scanned with CamScanner

ছিল একটি নজির সৃষ্টিকারী রায় এবং আইন সাময়িকী ঢাকা ল' রিপোর্টস এ প্রকাশিত হয়েছে।[৩১] কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এরপর ২০০৬ সাল পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগে কোনো মামলায় বাংলা ভাষায় রায় প্রদান করা হয়নি। ২০০৭ সাল থেকে পুনরায় হাইকোর্ট বিভাগে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রিট মামলায় কতিপয় বিচারপতি বাংলায় রায় প্রদান করছেন। বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

এক নজরে হাইকোর্ট বিভাগে বিভিন্ন মামলায় বাংলা ভাষায় প্রদত্ত রায়সমূহ[৩২]

বিচারপতির নাম	মামলার পক্ষ	রায়ের তারিখ	প্রকাশকাল
১. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক	*নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র* (ফৌজদারি রিভিশন মামলা)	১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮	*ঢাকা ল' রিপোর্ট*, খণ্ড ৫০, ১৯৯৮, পৃ. ১০৩-১০৯
২. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক	*আব্দুল আজিজ বনাম সেকান্দর আলী এবং অন্যান্য* (ফৌজদারি রিভিশন মামলা)	১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮	*ঢাকা ল' রিপোর্ট*, খণ্ড ৫০, ১৯৯৮, পৃ. ১১১-১১৫
৩. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং বিচারপতি এ কে বদরুল হক	*আব্দুল রাজ্জাক তালুকদার বনাম রাষ্ট্র* (ফৌজদারি রিভিশন মামলা)	২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮	*ঢাকা ল' রিপোর্ট*, খণ্ড ৫১, ১৯৯৯, পৃ. ৮৩-৯০
৪. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং বিচারপতি আব্দুল কুদ্দুস	*সবুর আলম এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র* (ফৌজদারী রিভিশন মামলা)	১৬ জুন, ১৯৯৮	*ঢাকা ল' রিপোর্ট*, খণ্ড ৫১, ১৯৯৯, পৃ. ১৬-২৩
৫. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক	*হাবিবুর রহমান খন্দকার বনাম সেরাজুল ইসলাম খন্দকার* (দেওয়ানি রিভিশন মামলা)	২১ জুলাই, ১৯৯৮	*ঢাকা ল' রিপোর্ট*, খণ্ড ৫১, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৭-১৪৯

৩১ *ঢাকা 'ল' রিপোর্টস*, খণ্ড ৫০, ১৯৯৮, পৃ. ১০৩-১০৯।

৩২ ঢাকা ল' রিপোর্ট (ডিএলআর), বাংলাদেশ ল' টাইমস (বিএলটি) দি মেইনস্ট্রিম ল' রিপোর্টস (এমএলআর), ল' গার্ডিয়ান, বাংলাদেশ ল' ক্রনিকেলস (বিএলসি) থেকে সংগৃহীত।

Scanned with CamScanner

বিচারপতির নাম	মামলার পক্ষ	রায়ের তারিখ	প্রকাশকাল
৬. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এস এম জিয়াউল করিম	*এ এইচ এম নুরুল ইসলাম বনাম দুর্নীতি দমন কমিশন* গং (দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত মামলা)	৯ আগস্ট, ২০০০	*ঢাকা ল' রিপোর্ট*, খণ্ড ৬০, ২০০৮, পৃ. ৪৭২-৪৮০
৭. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক	*মোঃ মতিয়ার রহমান মিয়া বনাম মোসাম্মাৎ আসিয়া খাতুন গং* (দেওয়ানি রিভিশন মামলা)	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭	*বাংলাদেশ ল' টাইমস*, খণ্ড ১৫, জুলাই ২০০৭, পৃ.৩১৩-৩১৮
৮. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এস এম জিয়াউল করিম	*ড. শাহ্দীন মালিক, অ্যাড্ভোকেট্ বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য* (সাংবিধানিক মামলা)	৪ ও ৫ জুন, ২০০৭	*দি মেইনস্ট্রিম ল' রিপোর্টস*, খণ্ড ১২, নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩৬৯-৩৮৯
৯. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এস এম জিয়াউল করিম	*মোক্তার হোসেন বনাম বাংলদেশ ও অন্যান্য বিবাদী* (সাংবিধানিক মামলা)	৭ জুন, ২০০৭	*ঢাকা ল' রিপোর্ট*, খণ্ড ৫৯, ২০০৭, পৃ. ৫৩৫-৫৩৯
১০. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এস এম জিয়াউল করিম	*রাষ্ট্র বনাম আদালত অবমাননাকারী* (আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলা)	২১ আগষ্ট, ২০০৭	ঢাকা ল' রিপোর্ট, খণ্ড ৬১, ২০০৯, পৃ. ১০৪-১০৮
১১. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এস এম জিয়াউল করিম	*বি.এম. মুহিবর রহমান গং বনাম বাংলাদেশ গং* (সাংবিধানিক মামলা)	২ অক্টোবর, ২০০৭	*দি মেইনস্ট্রিম ল' রিপোর্টস*, খণ্ড ১৪, ২০০৯, পৃ. ৩৩৩-৩৪৮
১২. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এস এম জিয়াউল করিম	*অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস এবং অন্যান্য বনাম বিচারপতি এম এ আজিজ এবং অন্যান্য* (সাংবিধানিক মামলা)	১২ ডিসেম্বর, ২০০৭	ঢাকা ল' রিপোর্ট, খণ্ড ৬০, ২০০৮, পৃ. ৫১১-৫৭৩

Scanned with CamScanner

বিচারপতির নাম	মামলার পক্ষ	রায়ের তারিখ	প্রকাশকাল
১৩. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি আব্দুল আউয়াল	*বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট গং বনাম সেক্রেটারী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গং* (রিট পিটিশন)	২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮	*দি মেইনস্ট্রিম ল' রিপোর্টস*, খণ্ড ১৩, নভেম্বর, ২০০৮, পৃ. ৪১৩-৪১৭
১৪. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি আব্দুল আউয়াল	*বাংলাদেশ সরকার বনাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গং* (মোটর যানবাহনের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত রিট মামলা)	১০ মার্চ, ২০০৮	*ঢাকা ল' রিপোর্ট*, খণ্ড ৬০, ২০০৮, পৃ. ৬৯৪-৭০০
১৫.বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি মোঃ আবু তারিক	*পীরজাদা সৈয়দ শরিয়তুলাহ গং বনাম বাংলাদেশ গং* (রিট পিটিশন)	১৩ জুলাই, ২০০৮	*দি মেইনস্ট্রিম ল' রিপোর্টস*, খণ্ড ১৪, জানুয়ারী ২০০৯, পৃ. ১-২৯
১৬. বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম, বিচারপতি মোঃ জয়নুল আবেদীন এবং বিচারপতি মোঃ হাসান আমীন	*মোঃ খলিলুর রহমান বনাম মোঃ আলম বেপারী এবং অন্যান্য* (ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা)	মে ২০, ২০০৮	*ল' গার্ডিয়ান*, খণ্ড ৬, ২০০৯, পৃ. ৫৬-১১২
১৭. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি মমতাজউদ্দিন আহমেদ	মনজিল মোর্শেদ বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য (সাংবিধানিক মামলা)	১৪ জুলাই, ২০০৯	*বাংলাদেশ ল' ক্রনিকেলস*, খণ্ড ১৫, ২০১০, পৃ. ৩৫১-৩৫৫

উপরোক্ত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর ৩৮ বছর অতিবাহিত হলেও উচ্চ আদালতে হাতে গোনা কয়েকটি রায় বাংলায় দেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে নিম্ন আদালতে মামলার জবানবন্দি, স্বাক্ষীর সাক্ষ্য, রায়সহ সকল কার্যক্রম বাংলা ভাষায় পরিচালিত হয়। নিম্ন আদালতের যে কোনো মামলা উচ্চ আদালতে শুধু ইংরেজিতে রায় প্রদানের কারণে আপিলের রায় সাধারণ জনগণের জন্য দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে ইংরেজি জানা ব্যক্তির অভাব আছে।

Scanned with CamScanner

বিশেষ করে মফস্বল শহর ও গ্রামে। অথচ মফস্বল শহর ও গ্রামেই বিচারপ্রার্থী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাস করে। এরূপ ইংরেজি জানা ব্যক্তির মধ্যে অনেক সময় সততার অভাব থাকলে বিচারপ্রার্থী জনগণ ইংরেজি রায়ের মর্ম উপলব্ধি করতে গিয়ে হয়রানি ও প্রতারনারও শিকার হয়।[৩৩] আইনের সকল বিধান এক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে যেতে পারে।

বাংলা ভাষা অনুশীলনে আইনগত ও সামাজিক অন্তরায়সমূহ

প্রথমতঃ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা হিন্দু পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে মুসলিম পর্বের কাজীর বিচারকে অতিক্রম করে বৃটিশ আইন আদালতের ওপর নির্ভশীল। সেই ধারা এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে।[৩৪] পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান হলেও বিচার ব্যবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তৎকালীন প্রত্যেক প্রদেশের আদালতে বাংলার চেয়ে ইংরেজি ভাষা বেশি প্রচলিত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হলেও বিচার ব্যবস্থায় আশানুরূপ সময়োপযোগী হয়নি। এভাবে বর্তমান বাংলাদেশের আইন ও আদালত ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতবর্ষের হিন্দু, মুসলিম, বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলের আদালত ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আদালতের ভাষাও বিভিন্ন শাসনামলে বিবর্তিত হয়েছে। এ কারণে পাকিস্তান আমলে প্রণীত হাইকোর্ট বিধিমালা, ১৯৫৮ এখনও দেশে প্রচলিত আছে। এই বিধিমালার ২য় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১ বিধিতে হাইকোর্ট বিভাগে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার সর্ম্পকে বলা হয়েছে-

"Applications to the High Court shall be in the English language."[৩৫]

এটি বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। অন্য কোনো আইন এই সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ হলে সংবিধান অনুযায়ী তা কার্যকর থাকতে পারে না।[৩৬] এটি সাংবিধানিক বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সময় সংবিধান সংশোধনীর ফলে 'বাংলা ভাষা'র প্রাধান্যের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। যেমন- ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় ঘোষনাপত্রের আদেশ ৪-এর বলে চতুর্থ তফসিলে

---

৩৩ সা কা ম আনিছুর রহমান খান, "বাংলা ভাষা প্রচলন আইন অনুশীলন, সমস্যা ও সম্ভাবনা", *ঢাকা ল রিপোর্ট (ডিএলআর) জার্নাল* , ভলিয়ম- ৫৫, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ২৯।

৩৪ গাজী শামছুর রহমান, "*বাংলাদেশের আইনের ইতিহাস*", (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ১০।

৩৫ *Rules of the High Court of Judicature for East Pakistan 1958*, High Court, Dacca (Dacca: Deputy Secretary, Home Depertment, Incharge, East Pakistan Government Press, 1960), vol 1, p.17.

৩৬ কাজী এবাদুল হক, "উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহারে বাধা কোথায়?", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।

Scanned with CamScanner

'কতিপয় ফরমান বৈধকরণ ইত্যাদি' শিরোনামের যে ৯ দফা সংযোজিত হয়েছে সেটি স্ববিরোধী। এতে বলা হয়েছে-

"সংবিধানের বাংলা বা ইংরেজী পাঠের মধ্যে কোন বিরোধ, বৈপরীত্য, অসংগতি অথবা অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে, যতদূর তাহা উক্ত ফরমানসমূহ দ্বারা সংবিধানের কোন পাঠ কিংবা উহার উভয় পাঠের কোন সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন অথবা বিলোপ-সাধন সম্পর্কিত হয়, ইংরাজী পাঠ প্রাধান্য পাইবে।"

এই বিধানের ফলে সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ এবং সবগুলো তফসিল সংশোধনের ক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠ প্রাধান্য পাবে।

তৃতীয়তঃ ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন পাশ হয় এবং এখন পর্যন্ত এ আইনটির পূর্ণাঙ্গ কার্যকারিতা বা কোনোরূপ সংশেধন করা হয়নি। এই আইনে অন্য যা-ই থাকুক না কেন, 'এই আইনের বিধান কার্যকর হবে' এ ধরনের বাক্যের কোনো উল্লেখ নেই আইনটিতে। এছাড়া এ আইন প্রবর্তনের পর আদালতের ভাষা বিষয়ে *হাশমত উল্লাহ বনাম আজমিরি বিবি* মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ বাংলা ভাষা প্রচলন আইনকে সংবিধান পরিপন্থী বা বেআইনী ঘোষণা না করলেও অধস্তন দেওয়ানি আদালতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার আইনসম্মত বলে ঘোষনা করেছেন।[৩৭] এ আইন দ্বারা আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়নি, বরং বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ব্যবহারের পথও খোলা রয়েছে।

চতুর্থতঃ দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধিতে শুধুমাত্র অধস্তন আদালতে ভাষা সর্ম্পকে বলা হয়েছে। উচ্চ আদালতের ভাষার ব্যবহার বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নাই। উভয় কার্যবিধির বিভিন্ন ধারায় যে বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেখানে 'আদালতের ভাষা' শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ স্পষ্ট নয়। আদালতের ভাষা বলতে কোন্ ভাষা বোঝানো হয়েছে, তা এ কার্যবিধিতে আলেচিত হয়নি। এভাবে ফৌজদারি আদালতে আসামির জবানবন্দি, সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণ, তদন্ত ইত্যাদি আদালতের ভাষায় বা ইংরেজিতে ব্যবহারের নিদের্শ দিলেও কোনো ধারাতে সুনির্দিষ্টভাবে 'বাংলা ভাষা'রও উল্লেখ নেই।

---

৩৭ *হাশমত উল্লাহ বনাম আজমিরি বিবি, ঢাকা ল রিপোর্ট (ডিএলআর)* খন্ড -৪৪, ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ৩৩২-৩৩৮।

Scanned with CamScanner

পঞ্চমত: সিভিল রুলস এন্ড অর্ডারস্-এর ১১ বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মামলার পক্ষগণ আরজি, বর্ণনা ইত্যাদি এবং এফিডেভিট ইংরেজি ভাষায় দাখিল করবেন।[৩৮] এ ধরনের বিধান সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ হলেও এখনও প্রচলিত আছে।

ষষ্ঠত: আদালতে বাংলা ব্যবহারের পথে আরেকটি অন্তরায় হচ্ছে বাংলায় আইনের বইয়ের অভাব। দেশে প্রচলিত বেশিরভাগ আইনের বাংলা অনুবাদ নেই।

বাধা অপসারণ ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের জন্য। বিচারপ্রার্থী জনগণের বোধগম্য ভাষায় আদালতের কার্য পরিচালনা না হলে বিচার ব্যবস্থা জনগণের কাছে কল্যাণকর ও গ্রহনীয় হবে না। সেকারণ আদালতের ভাষা জনগণের বোধগম্য ভাষায় হওয়া প্রয়োজন। যাহোক, যতক্ষন পর্যন্ত বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে তুলতে না পারা যায় ততক্ষন পর্যন্ত উচ্চ আদালতের কার্যক্রম ইংরেজি ভাষায় পরিচালনা অযৌক্তিক হবে। আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের রায়সমূহ নজির হিসেবে ব্যবহার হতে পারে-এটি সত্য। কিন্তু উচ্চ আদালতে ইংরেজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি কোনো পর্যাপ্ত ভিত্তি হতে পারে না। বরং আইনের কার্যকরি বিশ্লেষণ ও গুনগত মানসম্পন্ন একটি রায় সব সময় অনুসরণযোগ্য। দেশীয় ভাষায় শক্তিশালী আইনগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণপূর্ণ একটি রায় নজির হওয়ার দাবিদার।[৩৯] এতে মৌলিক অবদানও রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে আইনের কাছে যাওয়ার সুযোগ আজ আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বিচারপ্রার্থী মানুষের মুখের ভাষায়, রাষ্ট্র ভাষায় রায় প্রদান করলে শুধু আইনের সাহায্য নয়, আইনের কাছে যাওয়ার সুযোগও সহজ হবে প্রত্যেক নাগরিকের। প্রজাতন্ত্রের বিচার শক্তি বৃদ্ধি ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উচ্চ আদালতে মাতৃভাষা তথা সাংবিধানিক ভাষা 'বাংলা'র প্রবেশাধিকার প্রয়োজন। যে ভাষা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক, যে ভাষা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায় সেই ভাষা ভবিষ্যতে সুদৃঢ় হতে বাধ্য। সে প্রেক্ষিতে কিছু গ্রহণীয় পদক্ষেপ নেয়া যায়-

---

৩৮ কামাক্ষা নাথ সেন, "*আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার* ", *ঢাকা ল' রিপোর্ট (ডিএলআর) জার্নাল, খন্ড* -৫৩, ২০০১, ঢাকা, পৃ. ১১।

৩৯ Md. Rizwanul Islam, "Do our Courts speak our language?," *The Daily Star,8 November, 2008.*

Scanned with CamScanner

এক. সাংবিধানিক বিধান পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। সর্বপ্রথম তাই সাংবিধানিক বিধান পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ আইন বা বিধান কার্যকর থাকতে পারে না।

দুই. উচ্চ আদালতে বাংলায় আপিল, দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ : সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নিয়মাবলী সংশোধন করে বাংলায় আপিল, দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিলের সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৪০]

তিন. বাংলা ভাষা প্রচলন আইনের কার্যকারিতার বিধান সংশোধন করা : ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন এবং প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে তা চিহ্নিত করে সংশোধন এবং প্রয়োজন মতো নতুন আইন, বিধি ও বিজ্ঞপ্তি জারি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলা ভাষা প্রচলন আইনের কার্যকারিতার বিধান সংশোধন করা আবশ্যক। এই আইন পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ভাষা সংক্রান্ত বিধানসমূহেরও সংশোধন প্রয়োজন। কারণ বাংলাভাষা প্রচলন আইনের সাথে দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানসমূহ অক্ষত ও বলবৎ থাকায় বাংলা ও ইংরেজি উভয়ই ভাষা প্রয়োগের বৈধতা পেয়েছে।

চার. বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় আইনের ভাষ্য তৈরী করা : ব্রিটিশ শাসনামলে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী দেশে ইংরেজিতে সংকলিত আইনসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। বর্তমান সময়ের সব আইন বাংলা ভাষায় রচনা ও প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা যেতে পারে।

পাচঁ. আইনের নজির গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশ করা : আইনের বিভিন্ন ধারা, বিধি বা শব্দের ব্যাখার জন্য বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীগণ যে সকল নজির গ্রন্থের উপর নির্ভর করে থাকেন, সে সব গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে হবে।

ছয়. ইংরেজি ও ফার্সি শব্দসহ বাংলা ব্যবহার ও আইন অনুবাদ করা : এদেশে মুসলমান আমলে ফার্সি ভাষা দীর্ঘদিন রাজ ভাষা ছিল বলে আইন ও আদালতে বহু ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকে পড়েছে। আবার ইংরেজ আমলের অনেক ইংরেজি শব্দ বাংলা শব্দরূপে আইন আদালতে ব্যবহার হচ্ছে।[৪১] যেমন 'আইন' ফার্সি শব্দ। এসব ফার্সি ভাষা বৃটিশ আমলেও প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। আবার বৃটিশ

---

[৪০] কাজী এবাদুল হক, *"বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন"*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৩২৫।

[৪১] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "বাংলায় সংবিধান", পৃ. ১৮।

Scanned with CamScanner

আমলের অনেক ইংরেজি শব্দ প্রায় বাংলা শব্দরূপে আইন-আদালতে ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশের সংবিধানেও বেশ কিছু ইংরেজি শব্দের ব্যবহার আছে। যেমনঃ অ্যাটর্নি জেনারেল, আপিল, এজেন্ট, অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, ট্রাইব্যুনাল, ল' কমিশন, ডেপুটি স্পীকার ইত্যাদি। এসব শব্দ নিয়েই আমাদের দেশের নিম্ন আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় প্রকার মামলার আরজি, জবাব, শুনানি ইত্যাদি বাংলা ভাষায় সম্পন্ন হচ্ছে। এ শব্দগুলি বাংলা শব্দ হিসেবে ব্যবহার হওয়ায় সাধারণ জনগণের জন্য অবশ্যই বোধগম্য। সেকারণে এ শব্দগুলি পরিবর্তন না করেই উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহার এবং আইনের অনুবাদ করা যেতে পারে।[৪২]

সাত. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন: মাতৃভাষা জাতির আত্মপরিচয়ের সূচক। যেসব জাতি তাদের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, মাতৃভাষার যথার্থ ব্যবহারে রক্ষণশীল নয়, সেসব ভাষার জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও ভাষার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাংলাভাষীদের মাতৃভাষার প্রতি অনীহা দূর করে দেশের স্বার্থরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। বিশেষ করে বিচারের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন অনেক বেশি।

উপসংহার

উচ্চ আদালত রাষ্ট্রের একটি স্তম্ভ এবং রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় সকল দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে এর উপর ন্যস্ত। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষারূপে 'বাংলা ভাষা' নির্দেশিত হলেও স্বাধীন বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে তা উপযুক্ত স্থান বা মর্যাদা পাচ্ছে না। উচ্চ আদালতে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার হচ্ছে। বিশ্বায়নের এই যুগে আইনের অনুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোনো জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। বিচার ব্যবস্থার সকল বিষয় নাগরিকের বোধগম্য ভাষায় প্রচলন করা হলে আইন সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে। বাংলাদেশের মানুষের মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার ইতিহাসও দীর্ঘকালের। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য যে সংগ্রাম, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলপ্রায় একটি ঘটনা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। সে ঘটনার ৪৭ বছর পর ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয়। ফলে প্রতি বছর বিশ্বের ১৫৮টি দেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি ' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে পালিত হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়

---

[৪২] কামাক্ষা নাথ সেন, "কথকতা:আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার ", *ঢাকা ল রিপোর্টস (ডিএলআর) জার্নাল*, ভলিয়ম-৫১, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ.১৬।

Scanned with CamScanner

যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষা এখনও আবশ্যকীয় ক্ষেত্রগুলোতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর পিছনে সামাজিক ও আইনগত যেসব কারণ রয়েছে তা দূর করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সংবিধান পরিপন্থী আইনসমূহ অকার্যকরকরণ, বাংলা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট আইনগত পদক্ষেপের পাশাপাশি আইনের গ্রন্থ বাংলায় রচনা এবং আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ফলে বিচার ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। এ পরিবর্তনের সাথে আদালতে বিচারের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা তথা রাষ্ট্র ভাষা ব্যবহার করে সাধারন মানুষের প্রত্যাশা ও অধিকার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সংবিধান যেহেতু 'প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন', সেহেতু এটি আংশিক নয়, সকল ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে এমনটিই সকলের কাম্য।

Scanned with CamScanner